PANCHAKOTesSAYS
ISSN : 0976-4968
Vol-15, No.-1, May 2024

আধুনিক সমাজনির্মাণে বেদদর্শন ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপযোগিতা

অচিন্ত্য কুণ্ডু

সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, পাত্রসায়ের মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২২২০৬
ই-মেইল: kundu.achintya.sns@gmail.com

সারসংক্ষেপ

বর্তমানে আমরা একবিংশ শতাব্দীর যুগে বাস করছি। বর্তমান সমাজে প্রকৃত শিক্ষার গুরুত্ব যে কতখানি অপরিহার্য তা যে কোন মানুষই একবাক্যে স্বীকার করবেন। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা কি? তার যথাযথ অনুসন্ধান আমাদের করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষা হল একজন মানুষ হওয়া, যার মধ্যে নৈতিক গুণাবলী যেমন- দয়া, দাক্ষিণ্য, মায়া, মমতা, স্নেহ, সততা, তিতিক্ষা, সহানুভূতি, ত্যাগ, সত্যবাদিতা, নীতিবোধ প্রভৃতি সমভাবে বিরাজ করবে। এইরকম আদর্শ মানুষ বা মহাপুরুষকে পরবর্তীকালে সাধারণ মানুষেরা তার অনুকরণ করবে। সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন জায়গায় যেমন – বৈদিক সাহিত্য, উপনিষদ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, চাণক্য শ্লোক ইত্যাদি গ্রন্থাবলীতে যে সমস্ত উপদেশাবলী সংকলিত রয়েছে তার প্রয়োগ বর্তমান সমাজে ও শিক্ষায় একান্ত অপরিহার্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে – ঋগ্বেদের অন্তিম সূক্ত তথা সংজ্ঞান সূক্তে সকলের প্রতি মৈত্রীভাব, একতা, সহৃদয়তার কথা বলা হয়েছে। আবার তৈত্তিরীয় উপনিষদে শিক্ষাবল্লী নামক অধ্যায়ে ছাত্রদের কর্তব্য বিষয়ে মূল্যবান উপদেশ দেওয়া হয়েছে যা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রথম অধ্যায়ে দেখা যায় অর্জুন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দাঁড়িয়ে আত্মীয়স্বজনকে বধ করে রাজ্যসুখ ভোগ করতে অনিচ্ছুক। এমনকি তার পরেও অর্জুন বলেছেন যদি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ নিরস্ত্র আমাকে হত্যা করে তবে তাও আমার পক্ষে মঙ্গলজনক হবে। অথচ বর্তমান সমাজে সামান্য ধনসম্পত্তির জন্য ভাই তার সহোদর ভাইকে হত্যা করতে মোটেই পিছুপা হচ্ছে না। এক্ষেত্রে তার চিন্তাভাবনা সত্যিই অনুকরণীয়। সংস্কৃত সাহিত্যের এই সমস্ত উপদেশ, মানবতাবোধ, নীতিবোধ ইত্যাদি রত্নরাজি রয়েছে তা আমাদের বাস্তব সমাজজীবনে ও শিক্ষাতে প্রয়োগ করলেই দেশের ও দশের মঙ্গলসাধিত হবে তা বলা যেতে পারে।

সূচকশব্দঃ একতা, মৈত্রীভাব, প্রকৃত শিক্ষা, আদর্শ সমাজ, সমাজ ও শিক্ষার উন্নতি।

দর্শন শব্দের সাধারণ অর্থ হল দেখা। কিন্তু দার্শনিক দৃষ্টিতে দর্শন শব্দের অর্থ হল বস্তুর অন্তর্নিহিত তত্ত্বের যথার্থ অনুধাবন। দৃশ্ ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে অনট্ প্রত্যয় করে দর্শন শব্দের উৎপত্তি যার অর্থ হল দেখা বা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করা কিন্তু শাস্ত্রবাচক দর্শন পদটির ব্যুৎপত্তি হল জ্ঞানার্থক দৃশ্ ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে অনট্ প্রত্যয় করে যার অর্থ হল আত্মদর্শন বা তত্ত্বদর্শন, সমগ্র জীবজগতের স্বরূপ উপলব্ধি। আমরা চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যা দেখি তা হল বাহ্য জগতের প্রত্যক্ষ কিন্তু অন্তরিন্দ্রিয় মন দিয়ে বিচার বুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা করে ও বাস্তবে তা প্রয়োগ করে যে দেখা তা হল দর্শন। সাধারণ দৃষ্টি দিয়ে বস্তুর বাহ্যিকরূপ দেখতে পাওয়া যায় মাত্র কিন্তু বস্তুর সত্ত্বা, যথার্থ স্বরূপ, ধর্ম, যথার্থ তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করতে হলে বিশেষ দৃষ্টির মাধ্যমে দেখতে হবে আর এই বিশেষ দৃষ্টিই হল

দর্শন। তাই বলা হয়েছে – 'দৃশ্যতে যথার্থতত্ত্বমনেন ইতি দর্শনম্'[১] – অর্থাৎ যার দ্বারা বস্তুর যথার্থ তত্ত্ব দেখা যায় বা জানা যায় তাই হল দর্শন।

বর্তমান যুগে বা একবিংশ শতাব্দীর যুগে বেদ থেকে বা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা থেকে বর্তমান সমাজ কি কি শিক্ষা পেতে পারে বা সাম্প্রতিক কালে তাদের প্রাসঙ্গিকতা কি সেই বিষয়ে একটু বিচার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। বৈদিক সাহিত্যে এবং মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে এমন অনেক দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করা হয়েছে যা আজও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, সমাজকে নেতৃত্ব দিতে পারে। বৈদিক সাহিত্যে বিভিন্ন রকম সদুক্তি রয়েছে যা আজও সমান ভাবে প্রাসঙ্গিক। যেমন –

'সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়াণি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি।।'[২]

অর্থাৎ তোমাদের অভিপ্রায় এক হোক, অন্তঃকরণ এক হোক, তোমাদের মন এক হোক, তোমরা যেন সর্বপ্রকারে একমত হও।

'সহৃদয়ং সাংমনস্যমবিদ্বেষং কৃণোমি বঃ।
অন্যোন্যমভিহর্যত বৎসং জাতমিবাঘ্ন্যা।।'[৩]

অর্থাৎ বিদ্বেষহীন করি তোমাদের, একমন এক প্রাণ।
একে অন্যকে চাও, ভালোবাসো, গাভীর যেমন বাছুরে টান।।

(বেদের কবিতা – গৌরী ধর্মপাল)

'বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।'[৪]

অর্থাৎ হে অমৃতের সকল পুত্রগণ!

'উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।'[৫]

অর্থাৎ উদার চরিত্রের মানুষের কাছে সমগ্র পৃথিবী কুটুম্বের মতো।

'যত্র বিশ্বং ভবতি একনীড়ং।'[৬]

অর্থাৎ যেখানে সমগ্র বিশ্ব একটি বাসস্থান।

এই সমস্ত সুভাষিতাবলী সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই বলা হয়েছে, যাতে সবাই একসাথে মিলেমিশে থাকতে পারে, কোনোরকম বিবাদ-হিংসা বাদ দিয়েই একটি সুন্দর সমাজ গঠনের কথা বলা হয়েছে। বৈদিক দর্শন আমাদের শিক্ষা দেয় একত্রিত হতে। মৈত্রীভাবনা, অহিংসা, সততা, ন্যায়নীতি, শিষ্টাচার, চরিত্রগঠন, কর্তব্য, নম্রতা ইত্যাদি গুণগুলি আমরা বৈদিক দর্শন থেকেই লাভ করতে পারি।

Unity is the strength – অর্থাৎ একতাই বল একথাটি যেন আমাদের বৈদিক দর্শনে পূর্বেই বলা হয়েছে। কিন্তু আমাদের বৈদিক দর্শন থেকে শিক্ষার মূল স্রোতটিকে ধরতে হবে তাহলেই সমাজের উন্নতি সম্ভব। বর্তমান বিশ্বে এই অশান্তির যুগে এই সমস্ত সদুক্তিগুলি খুবই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

তাছাড়া আজকের সাম্যবাদের ধারণা সেই বৈদিক আমলে আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই। আমাদের ঋষিগণ তাঁদের উপলব্ধির কথা বলে গেছেন যা আজকের দিনে আমাদের কাছে উদাহরণস্বরূপ। যেমন –

'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সংজানানা উপাসতে।।[৭]
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্।
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি।।'[৮]

অর্থাৎ তোমরা মিলিত হও, একত্রে স্তব উচ্চারণ কর, তোমাদের মন পরস্পর একমত হোক। প্রাচীন দেবগণ একমত হয়ে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেছিলেন।

মন্ত্রোচ্চারণ একপ্রকার হোক, এঁর সঙ্গে সমাগত হন, এঁদের মন চিত্ত সকলই একপ্রকার হোক।

তোমাদের আমি একই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করছি। তোমাদের ঐক্যমতের জন্য একই হবির দ্বারা হোম করছি।

বর্তমান বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে এই মন্ত্রগুলি অতুলনীয়। সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার পক্ষে এই মন্ত্রগুলি হল চরম নিদর্শনস্বরূপ। এই সাম্যবাদ আমাদের হৃদয়ে গ্রহণ করতে হবে এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী আমাদের কর্তব্য কর্ম করে যেতে হবে তাহলেই বর্তমান সমাজ এক নতুন দিশা পাবে যা আজকের দিনে বড়ই অভিপ্রেত।

আবার পরিবারের সাথে আমাদের সম্পর্ক কেমন হবে, পিতা-মাতার সাথে পুত্রের সম্পর্ক, পতির সাথে পত্নীর সম্পর্ক, ভ্রাতা ভগিনীর পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত সেই বিষয়ে অথর্ববেদের বেশ কিছু মন্ত্রে আলোকপাত করে হয়েছে। সকলে যেন মিলেমিশে থাকতে পারে, সকলে যেন দ্বেষরহিত হয়, সকলের সাথে যেন সুসম্পর্ক বজায় থাকে তা মন্ত্রগুলির মাধ্যমে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

'অনুব্রতঃ পিতুঃ পুত্রো মাত্রা ভবতু সংমনাঃ।
জায়া পত্যে মধুমতীং বাচং বদতু শান্তিবাম্।।'[৯]

অর্থাৎ পুত্র পিতার অনুব্রত হোক, মায়ের সঙ্গে একমন হোক; পত্নী যেন পতিকে মধুময় অপ শান্তিপ্রদ বাক্য প্রয়োগ করে।

'মা ভ্রাতা ভ্রাতরং দিক্ষ্নন্ মা স্বসারম্ উত স্বসা।
সাম্যঞ্চ সব্রতা ভূত্বা বাচং বদত ভদ্রয়া।।'[১০]

অর্থাৎ ভ্রাতা যেন ভ্রাতাকে, ভগিনী যেন ভগিনীকে হিংসা না করে, ধীর স্থির শান্ত শিষ্ট হয়ে যেন কল্যাণকর বাক্য প্রয়োগ করে।

'সমানী প্রপা সহ বোহন্নভাগঃ সমানে যোক্ত্রে সহ বো যুনজ্মি।
সাম্যঞ্চো হগ্নিং সপর্যতরা নাভিমিবাভিতঃ।।'[১১]

অর্থাৎ সবাই সমান তৃষ্ণার জল পাক;
সবার জন্য সমান অন্ন থাক।
বাঁধি তোমাদের এক করে এক বাঁধনে;
সব হয়ে এক চক্রের মতো অগ্নিকে ঘের সাধনে।।
(বেদের কবিতা – গৌরী ধর্মপাল)

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের চৌত্রিশতম সূক্তের নাম হল অক্ষসূক্ত। সেখানে জুয়া বা পাশা খেলার অপকারিতা সম্বন্ধে সচেতন করা হয়েছে। জুয়া খেলার খারাপ দিকগুলিকে বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে এবং জুয়া খেলতে নিষেধ করা হয়েছে। জুয়াড়ির কোনরকম সম্মান নেই বা সামাজিক প্রতিপত্তি নেই, সকলের ঘৃণ্য, তার শেষ পরিণতি যে কি হতে পারে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। সেখানে একটি সুক্তে বলে হয়েছে –

বর্তমান সময়ে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই মন্ত্রগুলির প্রাসঙ্গিকতা একেবারে যুক্তিযুক্ত।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে ছাত্র বা শিষ্যদের উদ্দ্যেশ্যে বৈদিক ঋষিগণ যে সমস্ত উপদেশ দিয়েছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ – 'সত্যং বদ। ধর্মং চর। স্বাধ্যায়াৎ মা প্রমদঃ। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব।'[১২] অর্থাৎ সত্য কথা বলবে। ধর্মাচরণ করবে। অধ্যয়নে বিরতি দেবে না। মাতাকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করবে। পিতাকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করবে। আচার্যকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করবে। অতিথিকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করবে। এখানে যে উপদেশাবলী বিধৃত রয়েছে তা সর্বকালে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। ছাত্রদের অবশ্য কর্তব্য কর্ম বিষয়ে সঠিক পথের দিশা দেওয়া হয়েছে যাতে সমাজের তথা দেশ ও দশের মঙ্গল সাধিত হয়। বর্তমান সময়ে ছাত্রদের সাথে শিক্ষকদের যে সম্পর্ক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা যদি এই সমস্ত উপদেশাবলী আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করতে পারি তাহলে ছাত্রসমাজ সকলকে এক নতুন পথের সন্ধান দিতে পারে।

তবে বর্তমান সময়ে বৈদিক দর্শনের আরেকটি সঠিক প্রয়োগ হল যোগশিক্ষা। যোগের মাধ্যমে রোগমুক্তি। যোগের মাধ্যমে আমরা মানসিক শান্তি, দৈহিক শান্তি, ইতিবাচক চিন্তাভাবনা লাভ করে থাকি। যোগের দ্বারা মানসিক চাপ, উদ্বেগ, ভয়, অস্থিরতা, আশঙ্কা, স্নায়ুর দুর্বলতা ইত্যাদি মানসিক রোগ দূর হয়। যোগ বা ব্যায়ামের দ্বারা সুস্থ ও সুদীর্ঘ জীবন লাভ করা সম্ভব। আর শরীরই হল ধর্ম সাধনের প্রধান অবলম্বন। শরীর দৈহিক ও মানসিকভাবে ঠিক থাকলে সমস্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে। তাই বলা হয়ে থাকে – 'Health is wealth.' অর্থাৎ স্বাস্থ্যই সম্পদ। তবে আশার আলো বর্তমান সমাজ যোগসাধনা বা যোগব্যায়ামের দিকে আরও বেশী করে আকৃষ্ট হচ্ছে এবং তার সুফলও বেশী করে পাওয়া যাচ্ছে।

বর্তমান সময়ে আরেকটি গুরুতর সমস্যা হল হিংসা, লোভ, দ্বেষ, স্বার্থপরতা, ক্রোধ এগুলি মানুষের মধ্যে চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে গেছে, এখনকার সময়ে সামান্য ধনদৌলতের জন্য বা সম্পত্তি লাভের জন্য পুত্র পিতাকে, মানুষ তার আত্মীয় স্বজনকে, ভ্রাতা তার সহোদর পর্যন্ত হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করছে না। এটা খুবই দুঃখজনক ও হতাশার বিষয়। এই সমস্যার কথা আমরা সকলেই কমবেশি জানি। কিন্তু সংস্কৃত স্মৃতিগ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রথম অধ্যায়ে অর্জুন রাজ্যসুখ লাভ করার জন্য তার নিকট আত্মীয়স্বজনকে হত্যা করার কথা কল্পনা করতে পারে নি। যদিও প্রতিপক্ষ তার সাথে অন্যায় করেছিল। তারপরেও অর্জুন কিন্তু প্রতিপক্ষকে বধ করতে অনিচ্ছুক ছিল। আমরা অর্জুনের মুখে শুনি –

'.....হত্বা স্বজনমাহবে।

ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।।'[১৩]

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ! যুদ্ধে আত্মীয়স্বজনদেরকে বধ করে আমি বিজয় এবং রাজ্যসুখ লাভ করতে চাই না। প্রতিপক্ষ যদি আমাকে হত্যা করে তবুও আমার পক্ষে মঙ্গলজনক হবে কিন্তু আমি আত্মীয় স্বজনদেরকে হত্যা করে কোনভাবেই রাজ্য সুখ লাভ করতে চাই না। অর্জুন বলেছেন –

'এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোহপি মধুসূদন।'[১৪]

'ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ।।'[১৫]

তারপরেও অর্জুন বলেছিল – আত্মীয় স্বজনদেরকে বধ করে আমি কি করে সুখী হব।

'স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব।'[১৬]

এখান থেকে আমরা অর্জুনের উন্নত চিন্তাভাবনা ও মানসিকতার পরিচয় পাই যা আজকের দিনে

ভীষণভাবে অভিপ্রেত। তার ইতিবাচক মনোভাব, চিন্তাভাবনা, উন্নত চরিত্র, আত্মীয়স্বজন প্রেম, নীতিজ্ঞান, সরলতা, ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি গুণগুলি আজকের দিনে দৃষ্টান্তস্বরূপ। কিন্তু বর্তমান সমাজের দিকে তাকালে লজ্জায় আমাদের মাথা নত হয়। এই একবিংশ শতাব্দীর যুগে মানুষের মধ্যে এই গুণ গুলি প্রায় বিরল। আমাদের এই সমস্ত সদর্থক গুণ গুলি বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে হবে তাহলেই বর্তমান সমাজ উন্নত থেকে উন্নততর হয়ে উঠবে। এই নৈতিক গুণাবলীর মাধ্যমে আমরা যে কোন প্রতিবন্ধকতা কে জয় করতে পারব। মহাভারতে বলা হয়েছে – যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ।[১৭] – অর্থাৎ যেখানেই ধর্ম সেখানেই বিজয় সুনিশ্চিত। শ্রুতিও বলেছেন – সত্যমেব জয়তে।[১৮] – অর্থাৎ সত্যেরই জয় হয়। ধর্মের পথে ও সত্যের পথে থাকলে যে কোন কাজে সাফল্য লাভ করা যায়।

পরিশেষে এই কথা বলা যায় যে বৈদিক দর্শনের ও গীতা দর্শনের সমাজকল্যাণমূলক শিক্ষাকে পাথেয় করে এগিয়ে চললে সমাজ উন্নত থেকে উন্নততর হবে। আমাদের শুধুমাত্র সেখান থেকে সদর্থক মনোভাব গুলি গ্রহণ করে এই অনুযায়ী জীবনযাপন করলে সমাজের পক্ষে অত্যন্ত হিতকর হবে। বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ মনোভাব গুলি ত্যাগ করতে হবে।

টীকা ও তথ্যসূত্র

১. শব্দকল্পদ্রুম
২. ঋগ্‌বেদ সংহিতা – ১০.১৯১.৪
৩. অথর্ববেদ সংহিতা – ৩.৩০.১
৪. শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ – ২.৫
৫. চাণক্য শ্লোক
৬. শুক্ল যজুর্বেদ ৩২.৮, তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১০.১৩, অথর্ববেদ সংহিতা ২.১.১
৭. ঋগ্‌বেদ সংহিতা – ১০.১৯১.২
৮. ঐ ১০.১৯১.৩
৯. অথর্ববেদ সংহিতা – ৩.৩০.২
১০. ঐ ৩.৩০.৩
১১. ঐ ৩.৩০.৪
১২. তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ১.১১.১-২
১৩. শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ১.৩১
১৪. ঐ ১.৩৪
১৫. ঐ ১.৪৫
১৬. ঐ ১.৩৬
১৭. মহাভারত ১৩.১৫৩.৩৯
১৮. মুণ্ডক উপনিষদ্ ৩.১৬

গ্রন্থপঞ্জি

- গম্ভীরানন্দ, স্বামী (সম্পাদক) – *উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী (প্রথম খণ্ড),* উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৪ খ্রিঃ।
- গোপ, যুধিষ্ঠির – *বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাস,* সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০১২ খ্রিঃ।
- ঘোষ, জগদীশচন্দ্র (সম্পাদক) - *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা,* প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৮০ খ্রিঃ।
- ঘোষাল, চিত্তরঞ্জন (সম্পাদক) – *উপনিষদ্ সংগ্রহ,* গ্রন্থিক সংস্করণ, কলকাতা, ১৪২০ বঙ্গাব্দ।
- পাঠক, যমুনা এবং সিংহ, উমেশপ্রসাদ- *নবীন বৈদিক সঞ্চয়নম্(প্রথম ভাগ),* চৌখাম্বা কৃষ্ণদাস একাদেমি, বারাণসী, ২০০৫ খ্রিঃ।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি – *বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা,* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০০৩ খ্রিঃ।
- বসু, যোগীরাজ – *বেদের পরিচয়,* ফার্মা.কে.এল.এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৩ খ্রিঃ।
- রঙ্গনাথানন্দ, স্বামী – *উপনিষদের সন্দেশ,* উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ।
- শর্মা, উমাশংকর – *সংস্কৃত সাহিত্য কা ইতিহাস,* চৌখাম্বা ভারতী একাদেমি, বারাণসী, ২০১০ খ্রিঃ।